মালাকরহীন কাননে নীলাঞ্জনা ডালিয়া - ১

হিফজুর রহমান

কুয়লালামপুরে একবার ট্রানজিট করে প্রায় নয় ঘন্টা উড়াল দেবার পর সিডনী বিমানবন্দরে নামার আগেই পিঠ, সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। চাকুরী সূত্রে প্রায় দশ বছর বিমানের বিজনেস ক্লাস বা এক্সিকিউটিভ ক্লাসে ভ্রমণ করার পর এইবারই প্রথম মিতব্যায়ীদের সাথে এক কাতারে বসে উড়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হলো। কারণ, সেই চাকুরীতে আর নেই সে। তাছাড়া, এটা একেবারেই ব্যক্তিগত সফর। আস্তে আস্তে মানিয়ে নিতে হবে এইসব ছোটখাটো কষ্ট, ভাবলো দেবাশীষ, দেবাশীষ চৌধুরী। প্রায় হঠাৎ করেই আসতে হয়েছে ওকে সিডনী, নীলাঞ্জনার অপ্রতিরোধ্য ডাকে।

হঠাৎ একদিন অফিসের টেলিফোনের অ্যানসারিং সার্ভিসে নীলাঞ্জনার কণ্ঠ শুনতে পেলো দেবাশীষ, 'দেব আমি এখন ক্রয়ডন থেকে বলছি। আমার এই.....নাম্বারে একটু ফোন করোনা প্লিজ।' মেসেজ শেষ। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো দেবাশীষের। এটাতো ইংল্যান্ডের ক্রয়ডন নয়, অস্ট্রেলিয়ার সিডনীর ক্রয়ডন! নাম্বার দেখেই বুঝতে পেরেছে ও। আবার নীলাঞ্জনার ডাক, অনেকদিন পর। দেবাশীষ ভাবে কেন আবার এই মোহজাল, কেন এই মায়া! নীলাঞ্জনাইতো একদিন সব চুকিয়ে দিয়ে ফিরে গিয়েছিল তার স্বামী চৌধুরীর কাছে, ছুতো দিয়েছিল, তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তার এই ফিরে যাওয়া। দেবাশীষের কোন আর্তনাদই তখন তার হৃদয় ছোঁয়নি। দেবাশীষও দুই বছরের পাগল করা সম্পর্ককে নিয়তির বিধান মেনেই চুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু, পুরনো ছবিগুলো মাঝেমধ্যেই অনুরণন তুলতো, সেই তার বিশাল নিসান প্যাট্রোলে করে ছুটে যাওয়া, দু'জনে মিলে। আশুলিয়ার উতাল হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেয়া, বৃহৎ দেবদারু বা শাল গাছের আড়াল থেকে পেছনে জাপটে এসে দুচোখ চেপে ধরা, এই সব কিছুই। তারপরও....।

চমক ভাঙে দেবাশীষের। না, কিছুতেই ফোন করবেনা ওকে। কিন্তু, ও অস্ট্রেলিয়া গেল কি করে, এই প্রশ্নই ওর মাথায় চাড়া দিয়ে ওঠে। তাড়াহুড়ো করে ফোন করে ডালিয়ার বোন মনিকে। জানলো, নীলাঞ্জনা ডালিয়া হঠাৎ করেই একদিন চলে আসে অস্ট্রেলিয়ায়, সংসার থেকে পালানো এবং এমনকি দেবাশীষের কাছ থেকেও পালানোর জন্যে। তার অফিসের বড় কর্তা সাহায্য করেছিলেন ভিসা পেতে। তার স্বামীরও অনুমতি ছিল, তা না হলে শেষপর্যন্ত ভিসা মিলতোনা।

মধ্যপথে দুরাতের ট্রাঞ্জিট নিয়ে একেবারে একাই কর্তার সাথে উড়ে গেছে সে। ডালিয়া যে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে সেসম্পর্কে বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিলনা দেবাশীষের, কারণ তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তাদের সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে এবং তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগও

ছিলনা। প্রশ্ন করলো দেবাশীষ, 'কিন্তু, আপনারা যেতে দিলেন কেন একা? আর সন্তানদের কথাও কি একবার ভাবলোনা?'

মনির জবাব,'ভাইয়া ওর জেদ জানেননা আপনি? ওর জেদ উঠলে সবকিছুই করতে পারে সে। সবকিছুই ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে। স্বামী সন্তানও তার জেদের কাছে কিছু নয়।'

ইমিগ্রেশনের ঝামেলা চুকিয়ে কাস্টমস ব্যারিয়ারের দিকে এগোয় দেবাশীষ। কোথাও থামতে হয়না ওকে। ওর পাসপোর্ট ওকে ইতোমধ্যেই ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলারের মর্যাদা দিয়ে ফেলেছে। যদিও এই সবুজ পাসপোর্টের কারণে সবুজ শ্যামল বাংলার নরোম-শরোম মানুষদের ভোগান্তি কম হয়না। একবার জার্মানী যাবার পথে নেদারল্যান্ডস-এর আমস্টার্ডামে নেমে পড়েছিল দেবাশীষ। বাকি পথ বন পর্যন্ত ইউরেইলে করে যাবে। শিফল বা স্কিফল বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন অফিসার ওর সবুজ পাসপোর্ট দেখেই নড়েচড়ে বসলো। একটু হাসিও ফুটলো ওর মুখে, যেন একটা কাজের কাজ পাওয়া গেছে। কারণ, অ্যাতোক্ষন ও বিরক্তিকর ইউরোপীয় পাসপোর্ট দেখতে দেখতে দরকচা মেরে যাচ্ছিলো। দেবাশীষ জিজ্ঞেস করলো,'কি, আমার পাসপোর্ট দেখে খুব খুশী হয়েছেন মনে হয়?'

'হ্যাঁ,' ত্বরিত জবাব তার,'কারণ, এইসব পাসপোর্ট খুব ভয়ানক। ইমিগ্রেশন ব্যারিয়ার পার হয়েই এরা অ্যাসাইলাম চেয়ে বসে।'

দেবাশীষের মুখটা অজান্তেই শক্ত হয়ে যায়। সেই একই অপমান। অনেক দিন ধরেই তার ঘুরে বেড়ানো। সব জায়গায়ই তাকে একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেন আমাদের মানুষগুলো রিফিউজি হয়ে যায় বিভিন্ন দেশে গিয়ে? তাদের আত্মসম্মানতো যায়ই, সেই সঙ্গে যায় দেশের সম্মান। আবার ভাবে দেবাশীষ, দেশের কর্তারা এই অপমানের কথাটা যদি একটু বুঝতেন তাহলে আর কেউ দেশ ছেড়ে রিফিউজি'র কলঙ্ক তিলক পরতে যেতোনা। ভাবনা ভেঙে যায় ডাচ ইমিগ্রেশন অফিসারের কথায়, 'এই নাও তোমার পাসপোর্ট।' সীল মেরে ছেড়ে দিল ও। অনেক ভিসা অনেক সীল দেখে ওর ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে, ভাবলো দেবাশীষ। এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

সিডনী বিমান বন্দরে ফিরে এলো আবার। এবার বেরিয়ে আসে বাইরের ফয়ায়। থমাস কুক-এর কাউন্টারের দিকে ট্রলিটা ঠেলে এগোয় ও। ট্রলিতে স্যামসোনাইটের নীল রংয়ের একটা স্যুটকেস আর ওর প্রিয় ক্যানন ক্যামেরার ব্যাগ। এখান থেকে যাবে কোন ব্যাকপ্যাকার্স হোটেলে সস্তায় থাকার জন্যে, এরকমই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে দেব। তবে, নীলাঞ্জনা জানে এই ফ্লাইটে ও আসছে। ঘড়িতে সিডনী সময় তখন রাত প্রায় দশটা। তবুও গমগম করছে পুরো বিমানবন্দর। ডিউটি ফ্রী এরিয়া পার হয়ে আসার সময় এক বোতল গিলবে'জ ড্রাই জিন কিনে নিয়েছিল অভ্যেসবশে। থমাস কুক-এর কাউন্টারে দু'শ মার্কিন ডলার দিল অস্ট্রেলীয় ডলারে রূপান্তর করার জন্যে। পরে আবার ভাঙাবে কিংসক্রসে। অতীত অভিজ্ঞতা বলে ওখানে দর একটু বেশি পাওয়া যায়।

কাউন্টার থেকে নোটগুলো নিয়ে মানিব্যাগে ঢুকিয়ে ট্রলিটা ঠেলতে শুরু করলো অনেকগুলো উৎসুক অপেক্ষমান মানুষের মধ্য দিয়ে। এমন সময় চিৎকার শুনলো ও, 'দেব....!'

দেখলো ছোটখাটো গড়নের একজন মহিলা ছুটে আসছে তার দিকে। মিষ্টি মুখ, মাথার চুল বয়কাট করা, পরনে ব্লু-জিন্স প্যান্ট ও গায়ে টি শার্ট। কাঁধে একটা ব্যাগ। মহিলা অ্যাতো

জোরে ছুটছে যে পড়ে যাবার সমূহ আশংকা রয়েছে তার। আবার চিৎকার করে উঠলো ও, 'দেব....!'

এক লহমায় তিন বছর আগে চলে গেল দেবাশীষ।

হিফজুর রহমান, ঢাকা, Email # hifzur@dhaka.net

চলবে- - - -

লেখক পরিচিতি দেখার জন্যে এখানে টোকা মারুন